
ঈশপের গল্প
বিশ্বনাথ দাস

পশ্চিমবঙ্গের নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের **পঞ্চম শ্রেণীর**
উপপাঠ্য রূপে লিখিত

ঈশপের গল্প

বিশ্বনাথ দাস
শিক্ষক, কোচবিহার সরকারী বিদ্যালয়

মালা পাবলিকেশন্স্
৫১, কালিনাথ মুন্সী লেন
কলিকাতা-৭০০০৩৬

প্রকাশক ঃ
আশিস্ কুমার বর্দ্ধন
মালা পাবলিকেশন্‌স্
৫১, কালিনাথ মুন্সী লেন
কলিকাতা-৭০০০৩৬

প্রথম সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৭

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ রঞ্জিত দাস

ব্যবস্থাপনায় ঃ
সমর দে
মথুরা দেবনাথ
দিলীপ কুণ্ডু

মূল্য ঃ ছয় টাকা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীজগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান

মালা পাবলিকেশন্‌স্
৪, নিমাই বোস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬
চয়নিকা
ব্যাঙচাত্‌রা রোড ঃ কোচবিহার

আই. পি.পি. কোং (প্রাঃ) লিঃ
১, রাজেন্দ্র দেব রোড
কলিকাতা-৭০০০০৭
চাঁচল বুক ডিপো
চাঁচল ঃ মালদা

ভূমিকা

উপকথার রচয়িতা রূপে ঈশপ নামটি সারা পৃথিবীতে পরিচিত। প্রচলিত মত অনুযায়ী ঈশপ গ্রাসদেশে খ্রীষ্টপর্ব ৬২০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত সঠিক ভাবে জানা যায় না। জনশ্রুতি অনুযায়ী কোন এক ব্যবসায়ীয় কাছ থেকে সামোস দ্বীপবাসী এক ধনী ব্যক্তি ইয়াদমোন ঈশপকে ক্রয় করেন। ঈশপের প্রথম জীবন কাটাতে হয় ক্রীতদাস রূপে—প্রভু ইয়াদমোনের বাড়ীতে। ইয়াদমোন ঈশপের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাঁকে মুক্তি দান করেন। অনেকের মতে তিনি দেখতে কালো ও খুব কুৎসিত ছিলেন। কিন্তু সুরসিক ও সুন্দর ভাবে কথা বলার গুণের জন্য তিনি সবার প্রিয় পাত্র রূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর বাক্ চাতুর্য ও বুদ্ধির পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে লিদিয়ার রাজা তাঁকে রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। তিনি পশুপক্ষী, জীব-জন্তু এদের নিয়ে খুব সহজ সরল ভাবে নানা প্রকার অদ্ভুত গল্প বলতেন—যে কোন শ্রোতাই তাতে মুগ্ধ হয়ে যেত।

অনেকের মতে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন বলে—ক্রীতদাস ও গরীব-দুঃখীদের নানা কথা তিনি মানুষের জীবনের মধ্যে দিয়ে না ফুটিয়ে—পশু পাখীদের চরিত্র নিয়ে গল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজা-প্রজা, স্ত্রী-পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধ সবাই তাঁর মনোরম ও জ্ঞান সমৃদ্ধ গল্পগুলি শুনে যথেষ্ট আনন্দ পেত। দলে দলে লোক ঈশপের কাছে, তাঁর নিজের মুখে গল্প শোনার জন্য প্রতিদ্দিন ভিড় করত। তিনিও বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে সবার মুখে হাসি ফোটাতেন—নিজের গল্প বলার গুণে। কথিত আছে—একবার রাজা 'ডেলফি' নামক স্থানে ঈশপকে পাঠান, কিন্তু ডেলফির অধিবাসীদের সাথে তাঁর মতের মিল

হয়নি। ঈশপ তাদের সন্তুষ্টির জন্য একটি রূপক গল্প বলেন। কিন্তু তাতে ফল হল বিপরীত। তারা ক্রুদ্ধ হয়ে ঈশপকে নির্মমভাবে পর্বতের উপর থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করল।

তাঁর জীবজন্তু, পশু পাখী নিয়ে নীতিমূলক উপকথার গল্প আজ পৃথিবীর সমস্ত দেশেই বহুলভাবে প্রচলিত। ঈশপের গল্প বা "ঈশপস্ ফেবলস্" বিশ্বসাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

ঈশপ তার গল্পগুলি লিপিবদ্ধ করে যাননি। তিনি লেখাপড়া জানতেন কিনা—সেকথাও জানা যায় না। লোক মুখে প্রচারিত তাঁর গল্প বিভিন্ন দেশের গল্পের সঙ্গে মিলে মিশে "ঈশপের নীতিকথা" রূপে সমগ্র পৃথিবীতেই ব্যাপক ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। একথাও ঠিক—ঈশপের এই সব নীতি-মূলক গল্পকথা সর্বদাই চির নতুন মনে হয়। তার উৎকর্ষতা এবং আবেদন অতুলনীয়।

আমাদের দেশে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ঈশপের গল্প' অবলম্বন করে বাঙলায় 'কথামালার গল্প' প্রকাশ করেন। আনুমানিক ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুশর্মা রচিত পঞ্চতন্ত্রের গল্পের সাথে ঈশপের গল্পের অনেক মিল দেখা যায়।

নভেম্বর, ১৯৮৭
কোচবিহার

বিশ্বনাথ দাস

সূচীপত্র

আঙুর ফল টক





এক ছিল লোভী শেয়াল। সে যেমন চালাক, তেমনি ছিল হ্যাংলা। খাবার জিনিস দেখলেই তার খুব লোভ হত। একদিন শেয়ালটির বেজায় খিদে পেয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে সে এক আঙুর ক্ষেতে এসে হাজির হল। ওপরের দিকে তাকাতেই চোখ ছানা বড়া। গাছের ডালে ঝুলছে থোকা থোকা পাকা আঙুর। শেয়ালের জিভে জল এল। সে ভাবল—রসে ভরা মিষ্টি আঙুর এবার পেট ভরে খেতে পারবে। মাংস খেয়ে খেয়ে মুখটা যেন মজে গেছে। অনেক দিন পর মিষ্টি আঙুর দেখে সত্যি খুব আনন্দ হল।

ওপরে আঙুর ফলের দিকে তাকিয়ে লোভী শেয়াল জিভ চাটে আর বার বার ল্যাজ নাড়ে। ওপরের দিকে লাফিয়ে উঠে আঙুরগুলোকে ছিড়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আঙুরগুলি এতই ওপরে ছিল যে, বহু চেষ্টা করেও নাগাল্ পেল না। এদিকে শেয়ালের লোভ দেখে ওপর থেকে আঙুরগুলো যেন মিটি মিটি হেসে বলছে—কেমন জব্দ। পরের জিনিসের উপর লোভ করলে এরকম ফলই হয়।

অবশেষে শেয়াল আঙুরগুলোর দিকে তাকিয়ে ভেঙচি কেটে বলল—মিষ্টি না ছাই! যত সব টক আঙুর। কে খেতে চায় এমন কাঁচা টক ফল।

আঙুর ফল টক, আঙুর ফল টক—একথা বলতে বলতে খিদে পেট নিয়ে সেই লোভী শেয়াল ছুটে পালাল।

নীতিকথা ঃ অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে, অনেক লোক নিজের অক্ষমতাকে ঢেকে রাখতে চায়।

যেমন কর্ম তেমনি ফল



এক বানর তার ছেলেকে নিয়ে একদিন বেড়াতে বের হল। এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তারা নদীর ধারে এল। সেখানে এক কাঠুরিয়া একটা মোটা কাঠের অর্ধেকটা চিরে তার মধ্যে একটা খিল আটকে রেখেছিল।

বানরের ছানাটা এক লাফে উঠে বসল—সেই চেরা কাঠের ওপর। চেরা জায়গাটার ফাঁক দিয়ে লেজটা নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিল। তারপর খিলটা ধরে টানাটানি করতে লাগল।

বানর তাই দেখে বলল—"খোকা বোকার মত কাজ করবে না। খিলটা টেনে তুললেই বিপদ ঘটবে।"

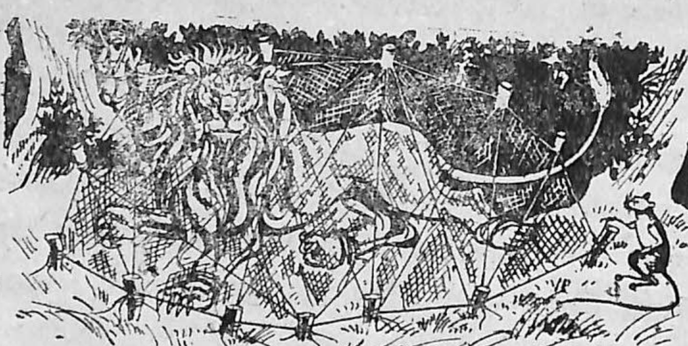
কে কার কথা শোনে! বানর-ছানাটা গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে, খিলটা টানাটানি করতে লাগল। এক সময় খিলটা উঠে এল। সাথে সাথে চেরা কাঠটার দুটিপাশ এক সাথে জুড়ে গেল। মাঝখানে আটকে রইল বানর-ছানার লম্বা লেজটি।

বানর-ছানা ব্যাথা পেয়ে, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। বানর ছুটে এল। অনেক টানাটানি করেও সে লেজটিকে বের করতে পারল না। ফলে বানর-ছানাটা ছট্‌ফট্‌ করতে করতে মারা গেল।

নীতিকথা ঃ ভাবনা-চিন্তা করে কাজ করা উচিত।

সিংহ ও ইঁদুর

একদিন এক সিংহ নিজের গুহায় আরামে বিশ্রাম করছিল। এমন সময় হঠাৎ একটা নেংটি ইঁদুর খেলা করতে করতে সিংহের নাকের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সিংহের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভীষণ রেগে সে ইঁদুরকে থাবা দিয়ে ধরে ফেলল।



ইঁদুর কাতর হয়ে মিনতি করে বলল—"মহারাজ, না জেনে আমি অপরাধ করে ফেলেছি। আমার মত ছোট্ট

জীবকে প্রাণে মারবেন না। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।” ইঁদুরের বিনয়ে খুশি হয়ে সিংহ তাকে ছেড়ে দিল।

কয়েকদিন পর সিংহ শিকারের খোঁজে দৌড়াদৌড়ি করছিল। হটাৎ এক শিকারীর জালে আটকে পড়ল। জালের মোটা দড়ি সে কিছুতেই ছিঁড়তে পারল না। তখন ভীষণ রেগে সে গজরাতে লাগল।

সিংহের ডাক শুনে দূর থেকে সেই নেংটি ইঁদুরটা এসে হাজির হল। ধারাল দাঁত দিয়ে কুট কুট করে সে জালের দড়ি কেটে ফেলল। সিংহ ছাড়া পেয়ে বলল—“বাঁচালে ভাই।”

নীতিকথা ঃ খুব ছোটরাও অনেক সময় বড় কাজ করতে পারে।

চাষী ও সোনার ডিম

এক গ্রামে এক গরীব চাষী বাস করত। বউ, ছেলেমেয়ে নিয়ে ছিল তার সংসার। জমি-জমা বলতে কিছুই ছিল না। অতি কষ্টে কোন রকমে তার দিন কাটত।

চাষীর ছিল এক রাজহাঁস। রাজহাঁস বড় হল। তারপর প্রতিদিন একটি একটি করে সোনার ডিম পাড়তে শুরু করল। রোজ সকালে একটি করে সোনার ডিম পেয়ে চাষীর লোভ বেড়ে গেল। সেই ডিম বেঁচে চাষী আস্তে আস্তে অনেক টাকা পয়সা জমাল। তারপর জমি-জমা কিনে তৈরী করল সুন্দর বাড়ীঘর। ভাল ভাল খাবার ছাড়া খেত না। অভাব বলতে তার আর কিছুই রইল না। কিন্তু চাষী এতেও খুশি নয়। সে রাতারাতি আরো বড় লোক হতে চায়। তার ধৈর্য্য ধরছে

না। রাজহাঁসটি একটি করে ডিম দেয়—তাতে বড় লোক হতে অনেক দিন লেগে যাবে।

মনে মনে সে ভাবল—রাজহাঁসের পেট চিরলে কেমন হয়। সব সোনার ডিম একবারে পেয়ে যাবে। তারপর তার আর কোন দুঃখই থাকবে না। একদিনেই সমস্ত সোনার ডিম বিক্রী করে সে বিরাট বড়লোক হতে পারবে।

এই ভেবে চাষী একটা ধারালো ছুরি নিয়ে এল। লোভে তার দু'চোখ চিক্‌চিক্‌ করছে। সে রাজহাঁসটির পেট চিরে



ফেলল। কয়েকবার প্যাঁক প্যাঁক ডেকে ঝট্‌পটিয়ে রাজ-হাঁসটি মারা গেল। এদিকে চাষীটি রাজহাঁসের পেটে একটিও সোনার ডিম না পেয়ে হায় হায় করতে লাগল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে চাষী তখন মাথা চাপড়াতে লাগল। বেশী লোভ করতে যেয়ে প্রতিদিনকার ডিমটাও সে হারাল। হাঁসটি মেরে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনল।

নীতিকথা ঃ অতিলোভ ভাল নয়। এর ফলে পাওয়া জিনিসও হারাতে হয়।

একতাই বল

এক গাঁয়ে এক কৃষক বাস করত। তার অনেকগুলি ছেলে ছিল। কৃষক নিজে খুব সৎ ছিল। কিন্তু ছেলেদের ভিতর কোন ভাব ছিল না। তারা সব সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করত। কৃষক ছেলেদের অনেক বুঝাত, নানা রকম উপদেশ দিত। কিন্তু বাবার কথায় তারা কেউ কান দিত না। অবশেষে কৃষক এক বুদ্ধি বের করল।

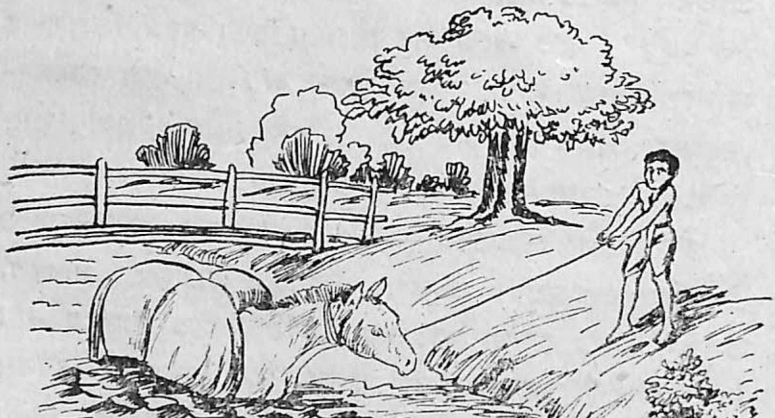
একদিন সে ছেলেদের ডেকে, এক আঁটি সরু বাঁশের কঞ্চি প্রত্যেকের হাতে দিয়ে বলল—"দেখত, এই আঁটি ভাঙ্গতে পার কি না?" একে একে সব ছেলেরা চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ ভাঙ্গতে পারল না। কৃষক তখন আঁটিটা খুলে ফেলে—একখানা করে কঞ্চি সবার হাতে দিয়ে বলল—"এবার ভাঙ্গ দেখি।" এবার কিন্তু সবাই কঞ্চিটি ভাঙ্গতে পারল।

কৃষক তখন ছেলেদের বলল---"পুত্রগণ, তোমাদের অবস্থাও ঐ কঞ্চিগুলির মত। যতক্ষণ একসাথে মিলেমিশে থাকবে, ততক্ষণ কেউ তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে পৃথক হও—তখন তোমাদের শক্তি কমে যাবে, যে কোন লোক তোমাদের ক্ষতি করতে সমর্থ হবে। এই কারণে তোমাদের উচিত মিলে মিশে একসংগে থাকা।"

নীতিকথা ঃ একতাই সুরক্ষার প্রধান সহায়ক।

অতিচালাকের গলায় দড়ি

এক নুনের কারবারী নুন কিনতে হাটে গিয়েছিল। সংগে দিল এক গাধা। নুন কিনে নুনের বস্তাগুলি সে গাধার পিঠে চাপিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। বাড়ি ফেরার রাস্তায় একটি নদী পার হতে হত। নদীটির উপর ছিল সরু একটি সাঁকো। সাঁকোর উপর দিয়ে হাঁটবার সময় গাধাটি হঠাৎ জলে পড়ে গেল। জলে পড়ে লবন গলে যাবার ফলে গাধার বোঝা অনেক কমে গেল। নুনের কারবারী যখন তাকে জল থেকে



টেনে উপরে উঠাল—তখন গাধার বোঝা অনেক হাল্‌কা মনে হল।

কিছু দিন পর কারবারীটি আবার হাটে নুন কিনতে গেল। গাধার পিঠে বস্তা চাপিয়ে বাড়ী ফেরার পথে এবার ইচ্ছে করেই সেই সাঁকো থেকে গাধাটি জলে পড়ে গেল। দুষ্ট

গাধা বুঝতে পেরেছিল, জলে পড়লে বোঝা হাল্কা হয়। এবার নুনের কারবারী গাধার চালাকি ধরে ফেলল।

এরপর একদিন সে নুন না কিনে তুলো কিনে গাধার পিঠে চাপাল। বোকা গাধা এবারও সেই সাঁকো থেকে ইচ্ছে করেই জলে পড়ল। এবার কিন্তু বোঝা হালকা হল না। তুলো জলে ভিজে আরো ভারী হল বোঝা। কারবারীটি যখন গাধাটিকে জল থেকে টেনে উঠাল—তখন তুলোর ওজন যথেষ্ট বেড়েছে। বোঝার চাপে গাধা দারুণ কষ্টে বাড়ী ফিরল। এভাবে নুনের কারবারী গাধাটিকে অতি চালাকির জন্য চরম শাস্তি দিল।

নীতিকথাঃ বেশী চালাকি করতে গেলে, অনেক সময় নিজের জালেই জড়িয়ে পড়তে হয়।

কাক আর জলের কলসি

একবার একটি দাঁড়কাকের ভীষণ পিপাসা পেল। এদিক-ওদিক খুঁজে সে কোথাও জল পেল না। এমন সময় কিছু দূরে একটি মাটির কলসি দেখতে পেল। কলসিটির কাছে গিয়ে সে দেখল—কলসির তলায় খানিকটা জল আছে।

কাক প্রথমে কলসিটা ভাঙ্গতে চেষ্টা করল। কিন্তু মজবুত ছিল বলে ভাঙ্গতে পারল না। তারপর কলসিটিকে উল্টাতে

চেষ্টা করল। কিন্তু ভারী কলসি বলে তাতেও সফল হল না। এবার কাকের মাথায় এক বুদ্ধি এল। কাছেই পড়েছিল অনেক নুড়ি পাথর। সে ঠোঁটে এক-একটি করে নুড়ি পাথর এনে কলসির ভিতর ফেলতে লাগল। এক এক করে অনেক



নুড়ি-পাথর পড়ার ফলে কলসির জল এক সময় কলসির কানায় এসে ঠেকল। কাক তখন কলসিতে মুখ ঢুকিয়ে মনের সুখে জল খেল। এভাবে বুদ্ধির জোরে সে তার পিপাসা মেটাল।

নীতিকথা : বুদ্ধি যার বল তার।

খরগোশ ও কাছিম

খরগোশ ও কাছিম দুই বন্ধু। খরগোশ খুব দ্রুত ছুটতে পারে। কাছিম চলে ধীর গতিতে। একদিন খরগোশ ভাবল—কাছিমের সাথে দৌড়ের বাজি ধরে ভারী মজা করা যায়। কাছিম আস্তে আস্তে গুটি গুটি করে হাঁটবে। এদিকে আমি এক দৌড়ে ওকে ডিঙ্গিয়ে অনেক আগেই পেঁৗছে বাজি জিতে নেব।

এই ভেবে একদিন সে কাছিমকে বলল—"এস ভাই, আমরা দৌড় খেলার বাজি ধরি। ঐ যে দূরের গাছটা দেখা যাচ্ছে, ঐ পর্যন্ত, যেতে হবে। যে আগে পেঁৗছবে সেই বাজি জিতবে।"

কাছিম বলল—"বেশ তো। আমি চল্‌ছি ঐ গাছটির দিকে, তুমিও এস। দেখি কে আগে যেতে পারে।"

খরগোশ হেসে বলল—"তাহলে শুরু কর। এক-দুই-তিন।"

এই বলে দুজনে রওনা হল। খরগোশ একছুটে অনেকটা পথ এগিয়ে গেল। কিছু দূর যাবার পর পেছনে তাকিয়ে দেখে—কাছিম অনেকটা দূরে পড়ে আছে। খরগোশটি ভাবল—ও আসুক, ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করি। এই ভেবে সে একটা গাছের ছায়ায় বসল। তাড়াতাড়ি অনেকটা পথ ছুটে আসায় হাঁপাতে হাঁপতে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ওদিকে কাছিমটি কিন্তু একটুও থামেনি। সে চলছে তো চলছেই।

বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ খরগোশের ঘুম ভাঙ্গল। সে পেছন দিকে তাকাল। কিন্তু কাছিমকে দেখতে পেল না।

কোথায় গেল কাছিম! তাহলে কি এগিয়ে গেল?

খরগোশ আবার তাড়াতাড়ি দৌড়াতে লাগল সেই গাছের দিকে। গাছের কাছাকাছি গিয়ে দেখল—কাছিম অনেক আগেই পেঁ ৗছে গেছে সেখানে।

নীতিকথা ঃ ধীর ও শান্তভাবে যে কাজে লেগে থাকে, তারই জয় হয়।

মিথ্যা পরিচয়

এক বনে বাস করত এক নেকড়ে বাঘ। সে যেমন বোকা তেমনি ছিল অলস। তাই বনের অন্যান্য পশুদের সাথেও তার ভাব ছিল না। একদিন সে ভাবল—আহার যোগাবার জন্য আর খাটুনির দরকার নেই। মিথ্যা পরিচয় দিলে—সে সহজেই প্রচুর পরিমানে খাদ্য পেতে পারে। যেমনি ভাবা অমনি কাজ। রাতের অন্ধকারে সে একটা ভেড়ার চামড়া গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মেষ সাজল।

সেই বনে এক মেষ পালক প্রতিদিন মেষ চড়িয়ে বেড়াত। পরদিন ভোরবেলা সেই নেকড়ে মেষ সেজে, মেষের দলে মিশে গেল। সন্ধ্যাবেলা মেষ পালক মেষদের সংগে নেকড়ে বাঘটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরল। তারপর সমস্ত মেষগুলোকে মেষশালায় বন্দী করে দরজা বন্ধ করে দিল। সেদিন সেই গাঁয়ে ছিল বড় উৎসব। আহারের আয়োজনের জন্য একটি

বড় মেষের দরকার হল। মেষ পালক একটা ভেড়াকে হত্যা করল।

ঘটনাচক্রে নেকড়ে বাঘটিই হল সেই মেষ। মিথ্যা পরিচয় দেওযার ফলে অকালে তার মৃত্যু ঘটল।

নীতিকথা ঃ মিথ্যা পরিচয় দান শুধু বিপদই ডেকে আনে না, অনেক সময় মৃত্যুরও কারণ হয়।

মিথ্যাবাদীর সাজা

এক ছিল রাখাল-বালক। সে রোজ বনের ধারে গরু চরাতে যেত। সারাদিন ধরে সে একা বনের ধারে কাটাত। একদিন রাখাল ভাবল—একটু মজা করা যাক। এই ভেবে



হঠাৎ সে মিছামিছি চেঁচিয়ে উঠল—"গরুর পালে বাঘ পড়েছে। কে কোথায় আছ, এসে আমাকে বাচাও।"

একটু দুরেই ছিল একটা মাঠ। সেখানে চাষীরা শস্য কাটছিল। তারা লাঠি নিয়ে দৌড়ে এল—রাখালকে বাঁচাতে।

চাষীদের দেখে রাখাল-বালক খিল খিল করে হেসে বলল—"কেমন ঠকালাম।" চাষীরা রাগ করে যে যার কাজে ফিরে গেল। রাখাল-বালক কয়েকবার এমন ভাবে চাষীদের ঠকাল।

একদিন বন থেকে সত্যি সত্যি বাঘ এল। বাঘ দেখে রাখাল খুব ভয় পেল। সে প্রাণপণ চিৎকার করে সবাইকে ডাকল। সেদিন বাঘ তাড়াতে কেউ আর এল না। সবাই ভাবল রাখাল তাদের ঠকাবার জন্য তামাশা করছে।

বাঘ কয়েকটি গরুর উপর ঝাপিয়ে পড়ল। তারপর রাখালটিকেও মেরে ফেলল। রাখাল-বালক মিথ্যা কথা বলার ফল হাতে হাতে পেল।

নীতিকথা ঃ যে সর্বদা মিথ্যা কথা বলে, সে সত্য কথা বললেও লোকে তাকে বিশ্বাস করে না।

সিংহ ও হাতি

এক গভীর বনে বাস করত এক সিংহ ও এক হাতি। একদিন দু'জনেরই খুব জল তেষ্টা পেল। তেষ্টায় কাতর হয়ে অনেক পথ হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে উভয়েই জলাশয়ের সন্ধান পেল। কিন্তু কে আগে জল পান করবে—এই নিয়ে জলাশয়ের ধারে উভয়ের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হল। ঝগড়া থেকে শুরু হল মারামারি। প্রাণ দেবে তবু ভাল—কিন্তু কেউ কাউকে আগে জল খেতে দেবে না, দুজনেই যেন প্রতিজ্ঞা করে বসল। এদিকে তাদের রক্তাক্ত অবস্থা দেখে মাথায় উপর উড়তে লাগল অসংখ্য কাক ও শকুন—শিকার বধের অপেক্ষায়।

উপরের দিকে তাকিয়ে তারা নিজেদের ভুলটা বুঝতে পারল। হাতি বলল—এভাবে ঝগড়া করে কারো কোন লাভ হবে না। মাঝখান থেকে শকুন আর কাকদের পেট ভরবে। আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু হবে—তার মাংস খাওয়ার জন্য ওরা তাই উপরে অপেক্ষা করছে। সিংহও সংগে সংগে বলল—সত্যি ভাই, অযথা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে অন্যের পেটে যাওয়া বোকার মতই কাজ। তার চেয়ে চল—দুজনে দুদিকে জলপান করে তেষ্টা মেটাই।

নীতিকথা ঃ বিনা কারণে ঝগড়া করলে শত্রুরাই সুযোগ পায়।

বানর ও ঘণ্টা

এক গ্রামে ছিল এক বড় বাড়ি। একদিন এক চোর সেই বাড়ির ঠাকুর ঘর থেকে একটা ঘণ্টা চুরি করে বনের ভিতর দিয়ে পালাচ্ছিল। সেই বনে ছিল একটা ছোট্ট পাহাড়। পাহাড়ের পাস দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটা বাঘ সেই চোরটির উপর লাফিয়ে পড়ে তাকে মেরে ফেলল। একটু দূরে ঘণ্টাটি ছিট্‌কে পড়ে রইল।

একদিন খাবারের খোঁজে এসে, একদল বানর সেই ঘণ্টাটি পেল। ঘণ্টাটি পেয়ে তারা মহাখুশী। এক এক করে তারা সবাই ঘণ্টাটি বাজিয়ে শুনতে লাগল। এরপর থেকে প্রতিদিন তারা খুশীমত ঘণ্টাটি বাজাত।

বনের পাশে ছিল একটি গ্রাম। গ্রামের লোকেরা প্রতিদিন রাতে বনের মধ্য থেকে ঘণ্টার বাজনা শুনে ভয় পেল। সবাই মিলে আলোচনা করে দেখলো—বনে কোন রাক্ষস এসে

বাসা বেঁধেছে। সে যেকোন সময় মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। নানা ভাবনা—চিন্তার পর সবাই মিলে রাজাকে খবর দিল। রাজা তাদের কথা শুনে খুব চিন্তায় পড়লেন। তিনি উপায় ভাবতে লাগলেন।

সেই গ্রামে বাস করত এক বুড়ি। তার ছিল প্রখর বুদ্ধি। প্রজাদের বিপদের কথা শুনে সে রাজাকে গিয়ে বলল,—"মহারাজ, আমি ঐ রাক্ষসটাকে ঐ বন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি কিন্তু তারজন্য আমাকে ৫০০ সোনার মোহর দিতে হবে।"

এদিকে রাজাও কোন উপায় বের করতে পারেন নি। তাই অবশেষে বুড়ির প্রস্তাবে রাজী হলেন। বুড়িকে সাতদিন সময় দিলেন। বুড়ি একদিন ভোরে উঠে ভয়ে ভয়ে সেই বনে ঢুকল। তারপর বানরদের কাণ্ড দেখে সে ভাবল—ঘণ্টাটা সরাতে পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পরদিন এক-ঝুড়ি কলা নিয়ে সে আবার সেই বনে ঢুকল। একটু দূর থেকে সে বানরদের কলা দেখিয়ে দেখিয়ে অন্যদিকে ছুড়ে ফেলতে লাগল। কলা পেয়ে বানররা মহাখুশী। সবাই কলা কুড়িয়ে নিয়ে গাছের উপর উঠে খেতে লাগল। ঘণ্টা পড়ে রইল নীচে। বুড়ি সুযোগ বুঝে ঘণ্টাটি কুড়িয়ে নিল।

তারপর রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে ঘণ্টাটি হাতে দিয়ে বলল—"মহারাজ, রাক্ষসটাকে তাড়িয়ে এলাম। সে অনেক দূরে চলে গেছে। এই ঘণ্টাটি বাজিয়ে সে সবাইকে ভয় দেখাত।"

মহারাজ খুশী হয়ে তাকে ৫০০ সোনার মোহর দিয়ে পুরস্কৃত করলেন।

নীতিকথা : ঘটনার সত্যতা বিচার-বিবেচনা না করে সিদ্ধান্ত নেওয়া মূর্খের মত কাজ।

কৃষক ও তার গুপ্তধন

এক গাঁয়ে বাস করত এক কৃষক। সে সারাদিন খেটে জমিতে কৃষি কাজ করত। এর ফলে সারাজীবন ধরে সে অনেক টাকা জমিয়ে ছিল। সংসারে কোন অভাব ছিল না। তার ছিল চার ছেলে। চাষীর ইচ্ছে ছিল—ছেলেরাও বড় হয়ে তার মত জমিতে চাষ-আবাদ করে সুখে থাকব।

ছেলেরা বড় হল। কিন্তু তারা ছিল খুব কুঁড়ে। বাবার মত পরিশ্রম করতে চাইত না। বুড়ো চাষীর সারাদিন খেটে সংসার চালাতে হত।

একদিন বুড়ো খুব অসুখে পড়ল। সে বুঝতে পারল—সে আর বেশীদিন বাঁচবে না। তখন ছেলেদের ডেকে বলল—দেখ, আমি পরলোকে যাচ্ছি। তোমাদের জন্য কয়েক কলসি টাকা জমিতে লুকানো আছে। তোমরা খুঁড়ে সেই ধনগুলো তুলে নিও।

এরপর বুড়ো চাষী মারা গেল। ছেলেরা তার কথামত গুপ্তধনের সন্ধানে কোদাল, শাবল নিয়ে জমি খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করল। সারা জমি খুঁড়েও তারা কোথাও টাকার কলসির সন্ধান পেল না। তাদের খুব দুঃখ হল। ভাবল—বাবা কি তাহলে মিথ্যা বলে গেল ?

গুপ্তধনের সন্ধান করতে গিয়ে তারা সব জমিই খুব ভাল-ভাবে খুঁড়েছিল। এখন ঐ জমিতে ফসল ফলাবার জন্য বীজ ছড়িয়ে দিল। কয়েকদিন পরেই সমস্ত জমি সুন্দর ফসলে

ভরে উঠল। সেই ফসল বেচে তারা অনেক টাকা পেল। তখন তারা বুঝতে পারল—শ্রমই হল শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এরপর তারা সবাই খুব পরিশ্রমী হতে শিখল। তাদের আর কোন অভাব রইল না।

নীতিকথা ঃ শ্রম বিনা কোন কাজ হয় না।

আরব দেশের বণিক ও তার উট

আরব দেশে বাস করত এক ধনী বণিক। তার ছিল একটি পোষা উট। শীতের এক রাতে সে তাঁবুতে বসে আছে। বাইরের শীতে উটটি দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। হঠাৎ সে তাঁবুর এক কোনা দিয়ে মুখটি ঢুকিয়ে বলল—"প্রভু বাইরে খুব শীত। তাই মাথাটা একটু তাঁবুর ভেতরে রাখলাম। মাথাটা একটু গরম থাকবে।"

তার প্রভু ছিল খুব দয়ালু। সে কোন আপত্তি করল না। উটটি তাঁবুর এক কোনে মাথা ঢুকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে উটটি বণিককে বলল—"প্রভু, গলাটা অনেকক্ষণ ধরে বাইরে। এবার গলাটা একটু গরম করবার অনুমতি দিন।"—এই বলে সে লম্বা বিরাট গলাটকে তাঁবুর ভেতর ঢুকিয়ে দিল। এবারও বণিক কোন আপত্তি জানাল না। সে আপন মনে নিজের কাজে নিজেই ব্যাস্ত থাকল।

একটু পরেই উট আবার বলল—"প্রভু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে। সামনের পা দুটো ভেতরে রাখলে আপনার কি অসুবিধা হবে। অল্প জায়গাতেই হয়ে যাবে।"

বণিক ছিল বড়ই ভাল লোক। সে বলল—"ভেতরে তো অনেক জায়গা আছে। আমি একদিকে সরে বস্‌ছি। তুমি যেভাবে শীত কম বোধ হয় সেভাবে ভেতরে থাক।"—একথা শোনা মাত্র উট তার বিরাট দেহের অর্ধেকটাই তাঁবুর ভেতর ঢুকিয়ে দিল। আর অর্ধেকটা রাখল বাইরে। এতে বণিকের দয়া হল। সে বলল—"এভাবে দাঁড়িয়ে কেন শীতে কষ্ট পাবে। তুমি তাঁবুর এক কোনে এসেই দাঁড়াও।"

উট এ কথার জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে সংগে সংগে বিশাল শরীরখানা নিয়ে হুড়মুড় করে তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়ল। তারপর বণিককে বলল—"প্রভু, আমি যেমন লম্বা, তেমনি বিশাল আমার দেহ। এত ছোট তাঁবুতে দু'জনের জায়গা কি করে হবে। আপনি বাইরে আশ্রয় নিন। আমি একটু ভালভাবে আরাম করে দাঁড়াই।"

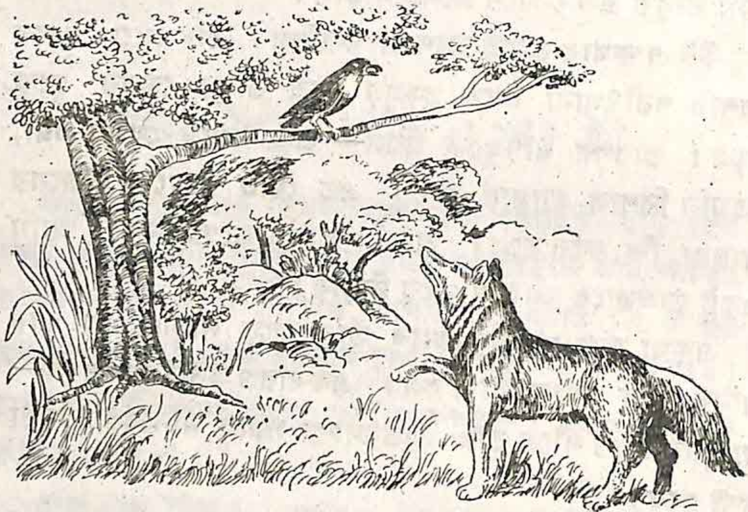
একথা বলে সে এমনভাবে তাঁবু জুড়ে দাঁড়াল, যে তার মনিব তাঁবু ছাড়তে বাধ্য হল। একবারও উটটি ভাবল না—বাইরের প্রচণ্ড শীতে তার আশ্রয়দাতা দয়ালু মনিবের কতটা কষ্ট হবে।

নীতিকথা ঃ স্বার্থপর লোকে কখনো অন্যের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবে না।



কাক ও শেয়াল

একটি গাছের উপর বসেছিল এক কাক। কাকের মুখে ছিল এক টুকরো মাংস। এক ক্ষুধার্ত শেয়াল নীচের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। উপর দিকে তাকাতেই কাকের মুখে মাংস



দেখে তার খুব লোভ হল। জিভে জল এসে পড়ল। সে কাককে বলল—"ভাই কাক! তুমি কি সুন্দর। না জানি তোমার কণ্ঠস্বর কত মধুর। যদি একটা গান শোনাতে, খুব খুশী হতাম।"

শেয়ালের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে কাক আনন্দে গান শোনাবার জন্য 'কা-কা' রবে চিৎকার করে উঠল। অমনি মুখ থেকে নীচে পড়ে গেল তার আহার—সেই মাংস খণ্ডটি। নীচে পড়তেই শেয়াল সেটা মুখে নিয়ে দৌড়ে পালাল। কাক এতক্ষণে বুঝতে পারল শেয়ালের মতলব।

নীতিকথা ঃ খোসামোদে ভুললে ঠক্‌তে হয়।

বালকের খেলা ও ব্যাঙ

একটি পুকুরের ধারে কয়েকজন বালক খেলছিল। তখন ছিল বর্ষাকাল। পুকুরে ছিল অনেক ব্যাঙ। ব্যাঙগুলো ভেসে উঠতেই তারা ঢিল ছুঁড়ে খেলা করত। একটা, দুটো করে ঢিল ছোঁড়াতে এভাবে কয়েকটি ব্যাঙের মৃত্যু ঘটল। একটা করে ব্যাঙ মারা যেত আর বালকগুলো চিৎকার করে আনন্দে নেচে উঠত। তাদের এক ভয়ংকর খেলা দেখে এক বৃদ্ধ ব্যাঙ বলল—"দেখ খোকারা, তোমাদের কাছে এই ঢিল ছোঁড়া নিছক খেলা হলেও ; আমাদের পক্ষে তা মৃত্যুর কারণ। এই খেলা বন্ধ কর।"

বালকগুলো বৃদ্ধ ব্যাঙের কথার অর্থ বুঝতে পেরে তাদের এই নির্মম খেলা বন্ধ করে দিল।

নীতিকথা ঃ কারো মৃত্যুর কারণ হওয়া উচিত নয়।

বাঘ ও পালিত কুকুর

এক ছিল পালিত কুকুর। কুকুরটি বেশ মোটাসোটা। একদিন ছাড়া পেয়ে কুকুরটি বেড়াতে গেছে। রাস্তায় দেখা হল ক্ষুধার্ত ও রোগা এক বাঘের সাথে। কিছুক্ষণ কথার পর বাঘ বলল—আচ্ছা ভাই, তুমি কোথায় থাক ?

কুকুর বলল—ঐ যে দূরে একটা নদী দেখছ, সেটা পেরিয়ে গেলেই একটা বড় বাড়ী দেখা যাবে। আমি সেখানেই থাকি।

বাঘ বলল—তুমি বুঝি প্রতিদিন পেট ভরে আহার কর। দেখতে তো বেশ মোটাসোটা—তাই বলছি।

কুকুরের উত্তর—হ্যাঁ ভাই, আমি রোজ পেট ভরে খেতে পাই—কোন অভাব নেই খাবারের। তুমি বোধ হয় খেতে পাওনা ,তাই না ? তাই তো বেশ রোগা তোমার শরীর।

বাঘ জানাল—হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। আমি রোজ খেতে পাই না। দেখছ না, উপোস করে করে কি রকম রোগা আর দুর্বল হয়ে গেছি। তা ভাই, তুমি কি এমন কাজ কর যে, প্রতিদিন পেট ভরে আহার জোটাতে পার ?

কুকুর বলল—কাজ আর এমন কি ? রাতের বেলা প্রভুর বাড়ী দেখাশোনা করতে হয়। পাহারা দেওয়াই হল আমার কাজ। তুমি যদি রাজী থাক—আমার মত কাজ করলে তুমিও প্রতিদিন খেতে পাবে।

কুকুরের প্রস্তাবে বাঘ খুশী হয়ে বলল রাজী আছি ভাই। আহারের চেষ্টায় দিনরাত বনে বনে আমাকে ঘুরে বেড়াতে

হয়—এতে কোন দিন আহার মেলে আবার কোনদিন মেলেও না। তার চেয়ে তোমার মত কাজ অনেক ভাল। প্রতিদিন খাবারও পাওয়া যাবে, পরিশ্রমও অনেক কম।

কুকুর বলল—তাহলে চল ভাই আমার সঙ্গে। প্রভুকে বলে তোমার সব ব্যবস্থা করে দেব।

বাঘ এবার খুশী হয়ে কুকুরের সঙ্গী হল।

খানিকটা পথ যাবার পর কুকুরের ঘাড়ে একটা দাগ দেখতে পেয়ে বাঘ জিজ্ঞাসা করল—তোমার গলায় ও দাগটা কিসের ভাই ?

কুকুর বলল—ওটা কিছু নয়। দিনের বেলায় আমাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখে তো—তাই বক্‌লেসের একটা দাগ পড়েছে। রাতের বেলায় প্রতিদিনই আমি ছাড়া পাই।

বাঘ বলল—একি কথা ! তোমাকে বেঁধে রাখে। তাহলে তুমি যেখানে খুশী যেতে পারো না—তাই না ?

কুকুর বলল—বললাম তো, ঐ দিনের বেলাটাই শুধু বাঁধা থাকি। কিন্তু দেখ—প্রতিদিন খাবার পাই, কত সুখে থাকি।

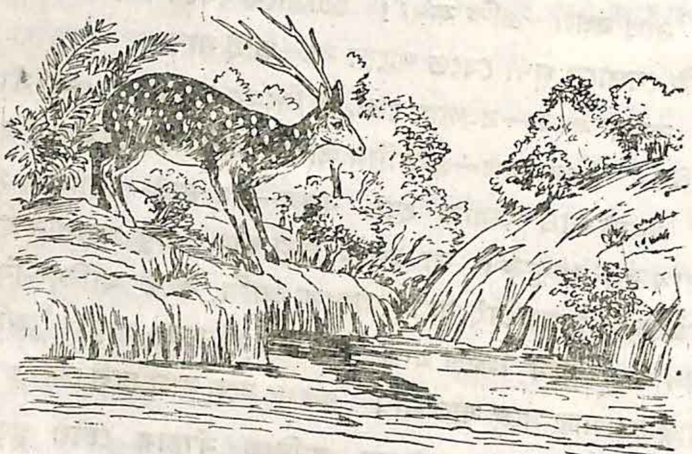
এবার বাঘ অবাক হয়ে বলল—না ভাই—তোমার সুখ তোমারই থাকুক। না খেয়ে মৃত্যু ভাল—তবু পরাধীন হয়ে রাজভোগ খেতে চাই না। অরণ্যে আমি কষ্টে থাকি—কিন্তু স্বাধীন। তুমি ফিরে যাও—তোমার মনিবের বাড়ী। আমি আর তোমার সঙ্গে যাব না। একথা বলে বাঘ চলে গেল।

নীতিকথা ঃ স্বাধীনতা হারিয়ে বাঁচার চেয়ে মৃত্যুও ভাল।

হরিণ ও ব্যাধ

একদিন এক হরিণ বনের ধারে একটি নদীতে জলপান করতে গিয়েছিল। জলপান করবার সময় জলে তার শরীরের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। নিজের দেহের প্রতিবিম্ব দেখে সে মনে মনে বল্ল—"সমস্ত দেহের মধ্যে আমার মাথার সিং-ই হল সবথেকে সুন্দর। যেমনি লম্বা তেমনি শক্ত। কিন্তু পা'গুলো দেখতে ভাল নয়। যেমন কদর্য, তেমনি অলস।"

হরিণ যখন ছায়া দেখে; নিজের শরীরের নানা অংশের দোষ-গুণ বিচার করছিল—এমন সময় দূর থেকে ছুটে



আসছিল একদল ব্যাধ। তাদের দেখে সে ভয় পেয়ে প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে গভীর বনে প্রবেশ করা মাত্র একটি ঝোপে তার শিং জড়িয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও সে আর খুলতে পারল না। এদিকে ব্যাধেরা এসে শিকার ধরে ফেলল। হরিণ তখন মনে

মনে ভাবল—"কদর্য ও অলস ভেবে আমি যার নিন্দা করেছিলাম—তারাই আমাকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাল। আর সুন্দর ভেবে যার জন্য অহংকার বোধ করেছিলাম সেই আমার মৃত্যুর কারণ হল।"

নীতিকথা : বিপদের সময় বোঝা যায় গুণই হল শ্রেষ্ঠ, রূপ নয়।

বায়ু ও সূর্য

বায়ু আর সূর্য দুই বন্ধু ছিল। একদিন তাদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাঁধল।

বায়ু বলল—তোমার চেয়ে আমি অনেক বড়। আমার শক্তি অনেক বেশী।

সূর্য বলল—তুমি খুবই সামান্য আমার কাছে। প্রকৃত ক্ষমতা আমারই আছে।

এই নিয়ে দুজনের মধ্যে অনেক কথা কাটাকাটি হল। কিন্তু কেউই হার মানতে চাইল না॥ এভাবেই কয়েকটা দিন কেটে গেল।

একদিন সকাল বেলা বায়ু দেখল—এক পথিক গরম চাদর চাপিয়ে হেঁটে চলেছে। পথিককে দেখে বায়ু সূর্যকে বলল—এই যে লোকটিকে দেখা যাচ্ছে—একে দিয়েই আমাদের শক্তি পরীক্ষা করা যাক। যে পথিকের চাদরটি ওর গা থেকে খোলাতে পারবে—সেই হল বেশী শক্তিমান।

সূর্য বলল—ঠিক আছে, তাই হোক। তুমিই আগে চেষ্টা করে দেখ।

বায়ু তখন শুরু করল তার পরীক্ষা। আস্তে আস্তে সে বইতে লাগল। প্রথম দিকে লোকটি একটু স্বস্তি পেল। তারপর বায়ু ক্রমশঃ জোরে বইতে শুরু করল। লোকটি শাল না খুলে গায়ে জড়িয়ে নিল। অবশেষে বায়ু ঝড়ের মত বেগে বইতে শুরু করল। পথিক এবার ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে চাদরটি আরো ভাল করে দুহাতে জড়িয়ে নিল। বায়ু ভাবল—এবার এমন জোরে বইবে যে পথিকের গায়ের চাদর উড়িয়ে নেবে। কিন্তু ফল হল বিপরীত। সে যত জোরেই বইছে—পথিকটি ততই শক্ত করে চাদর জড়িয়ে রাখছে বার বার। কিছুতেই চাদর আর খুলছে না। এদিকে বায়ু আর কতই চেষ্টা করবে। সে হার মানতে বাধ্য হল।

এবার সূর্যের পালা শুরু হল। সে ধীরে ধীরে তার কিরণ, বাড়াতে শুরু করল। পথিকও ঝড়ের পর আকাশে সূর্য দেখে খুশী হল। অনেকক্ষণ ঠাণ্ডায় থাকবার পর গরমটা তার ভাল লাগল।

সূর্য কিন্তু থেমে নেই। সে বাড়িয়েই চলছে তার তাপ। এদিকে রোদের তাপে প্রচণ্ড গরম লাগছে পথিকের। এক সময় গরম সহ্য করতে না পেরে সে গায়ের চাদরটি খুলে রেখে —একটি গাছের নীচে বিশ্রাম করতে বসল।

সূর্যই শেষ পর্যন্ত জয়ী হল। বায়ুর তখন লজ্জার সীমা থাকল না।

নীতিকথা ঃ সদয় ব্যবহারে সহজেই ফল পাওয়া যায়।

বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা

বিড়ালের হাত থেকে ইঁদুরদের রক্ষা নেই। ইঁদুরদের দেখতে পেলেই ধরে খেয়ে ফেলে। একদিন এই নিয়ে ইঁদুরদের সভা বসেছে। কি করে সমস্যার সমাধান করা যায়। ইঁদুররা বিভিন্ন জায়গায়, গর্তে লুকিয়ে থাকে। সুযোগ মত বের হলেই, বিড়াল তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রতিদিনই বিড়ালের হাতে তাদের মৃত্যু হচ্ছে। এর একটা প্রতিকার হওয়া দরকার। সবার পরমর্শ ও মতামত নিয়ে একটা ব্যবস্থা করা হবে।

এক এক করে অনেকেই মতামত প্রকাশ করল। কিন্তু কোনটিই সবার মনের মত হল না। অবশেষে অনেক ভাবনা-চিন্তা করে একটি ইঁদুর বলল—"আমি একটি সুন্দর মতলব বের করেছি। বিড়ালের গলায় আমরা একটা ঘন্টা বাঁধব। বিড়াল কাছাকাছি এলেই ঘন্টার আওয়াজ শুনে আমরা সাবধান হব।"

একথা শুনে সবাই আনন্দে হৈ চৈ শুরু করল—"বা সুন্দর বুদ্ধি—ঠিক-ঠিক কথা।"

একটা বুড়ো ইঁদুর চুপচাপ সব শুনছিল। ইঁদুরদের আনন্দ দেখে সে গম্ভীর হয়ে বলল—"বুদ্ধিটা খুব চমৎকার। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টাটি বাঁধবে কে?"

তার মুখে এ প্রশ্ন শুনে সভার সবাই চুপ। কেউ আর কোন উৎসাহ দেখাল না। এমনি সময়ে বাইরে 'মিঁউ মিঁউ' ডাক শোনা যেতেই সভা ভেঙ্গে যে যার মত দৌড়ে পালাল।

নীতিকথা : বলা খব সহজ, করা কঠিন।

শেয়াল আর বক

এক ছিল শেয়াল। সে যেমন চালাক তেমনি অহংকারী। একদিন সে এক বক বন্ধুকে বলল—ভাই, অনেক দিন তুমি আমার বাড়িতে যাও নি। কাল দুপুরে তোমার নিমন্ত্রণ রইল। সামান্য কিছু আহার করবে।

বক বলল—বেশ তো। অবশ্যই যাব।

পরদিন বক সেজেগুজে দুপুর বেলা শেয়ালের বাড়ি গিয়ে হাজির হল। শেয়াল খাবারের আয়োজন ভালই করেছিল। কিন্তু মনে তার কুবুদ্ধি। তাই বক বন্ধুকে খেতে দিল বিরাট



এক থালায়। তাতে মাছ-মাংসের ঝোল। লম্বা ও সরু ঠোঁট দিয়ে থলায় কি এসব খাওয়া যায়। বেচারী বক সারাটা দিন খায়নি, খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে। তার উপর শেয়ালের এই অপমান দেখে রাগে তার গা জ্বলছে। কিন্তু করারও কিছু

নেই। এদিকে শেয়াল জিভ দিয়ে থালা থেকে সব কিছু চেটে-চেটে খাচ্ছে আর ঢেক তুলছে।

বকের খাবার পড়ে আছে দেখে, শেয়াল বলল—কি ভাই বক, একটুও খেলে না যে?

বক বলল—কি যেন ভাই, হঠাৎ শরীরটা খারাপ লাগছে। বমিও আসছে, তাই আর খাবার ইচ্ছে নেই।

শেয়াল বলল—তা ভাই ঠিক বলেছ। শরীর খারাপ হলে না খাওয়াই ভাল। তার চেয়ে আমিই তোমার খাবারটা খেয়ে নিই। তুমি না হয় আরেকদিন খেয়ো।

বক বন্ধু মনে দুঃখ চেপে রেখে হাসিমুখে বলল—আজ তাহলে আসি। তবে কাল কিন্তু তুমি আমার ওখানে খাবে।

শেয়াল পরদিন বক বন্ধুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। বক শেয়ালকে দেখে বলল—আরে! এস ভাই, এস। আমার রান্না অনেক আগেই শেষ হয়েছে। তুমি একটু দেরী করে ফেললে। যাক, আর দেরী না করে শুরু করি।

এই বলে একটা সরু মুখ কুঁজোর মধ্যে সে তার সরু ঠোঁট ঢুকিয়ে দিল। এক এক টুকরো মাছ-মাংস বের করে, আর খায়। মাঝে-মধ্যে শেয়ালকে বলে—খাও ভাই, খেয়ে নাও। শেয়াল হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। অনেক চেষ্টা করেও সে লম্বা কুঁজোর মধ্যে মুখ ঢোকাতে পারল না। এদিকে খিদেয় পেট জ্বলছে। মাছ-মাংসের গন্ধে কুঁজোটা ভরপুর। শেষে জিভ দিয়ে কুঁজোটার গা চাটতে লাগল।

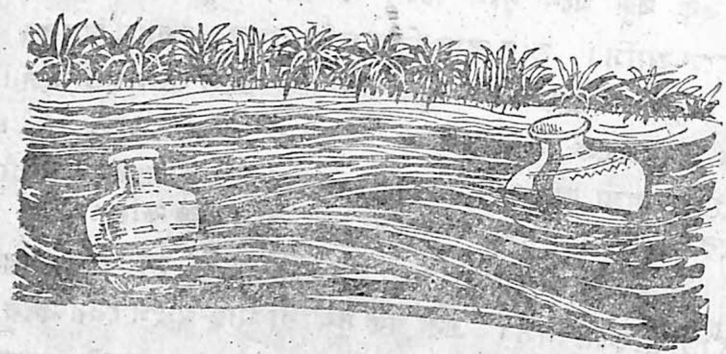
বক খাওয়া শেষ করে, মুচকি হেসে বলল—কি ভাই, তুমি তো কিছুই খেলে না! রান্না বোধহয় ভাল হয়নি।

শেয়াল তার ঠাট্টার অর্থ বুঝতে পেরে বাড়ি ফিরল।

নীতিকথা ঃ অন্যকে জব্দ করতে চাইলে, নিজেকেও জব্দ হতে হয়।

মাটির কলসী ও পিতলের কলসী

একটি মাটির কলসী ও একটি পিতলের কলসী নদীতে ভাসছিল। এক সময় নদীতে জোয়ার এল। কলসী দুটো নদীর স্রোতে দূরে দূরে ভেসে চলছে। জলের ঢেউয়ে এক সময় তারা কাছাকাছি হল। পিতলের কলসীটি, মাটির কলসীকে বলল—"ভাই, তুমি আমার আরো কাছে চলে এস। আমি তোমাকে বন্ধুর মত রক্ষা করবো। তোমার কোন ক্ষতি হবে না।



মাটির কলসী তখন জানাল—"আমি তোমার কথা শুনে খুব খুশী হলাম। কিন্তু আমার শরীর মাটির বলে খুব ঠুকনো। তোমার পাশে থাকলে হঠাৎ ধাক্কা খেলেই আমি ভেঙ্গে যাব। এই ভয়েতেই একটু দূরে আছি। তুমি যে ইচ্ছা করে আমার ক্ষতি করবে না—তা জানি।"

পিতলের কলসী বুঝতে পারল—তার উদ্দেশ্য ভাল হলেও এরূপ বন্ধুত্ব মাটির কলসীর পক্ষে ক্ষতিকারক।

নীতিকথা ঃ সবল আর দুর্বলের বন্ধুত্বে—দুর্বলেরই ক্ষতি হবার ভয় বেশী।

কাঠুরে ও জলদেবতা

একদিন এক গরীব কাঠুরে নদীর ধারে কাঠ কাট্‌তে গিয়েছিল। গাছটা ছিল খুব বড়, তাই কুঠার দিয়ে বেশ জোরে সে আঘাত করছিল। হঠাৎ কুঠারটি হাত ফস্‌কে নদীর জলে ছিট্‌কে পড়ল। বেচারী কাঠুরে জলে নেমে অনেক খোঁজাখুঁজি করল কিন্তু কুঠারখানা পেল না।

ঐ কুঠারটিই ছিল তার সম্বল। প্রতিদিন কাঠ বেচে, সেই পয়সা দিয়ে অতি কষ্টে সে খাবার সংগ্রহ করত। কুঠারটি হারিয়ে যাওয়ায় তার রোজগারের পথও বন্ধ হল। মনের দুঃখে নদীর ধারে বসে সে কাঁদতে লাগল।

নদীতে ছিলেন জলদেবতা। কাঠুরের কান্না শুনে তাঁর খুব দয়া হল। তিনি জল থেকে উঠে এসে—কাঠুরেকে বললেন—"কি হয়েছে তোমার, কাঁদছ কেন এভাবে?"

কাঠুরে তখন তাঁকে সমস্ত ঘটনা বলল।

জলদেবতা জলে ডুব দিয়ে একটি সোনার কুঠার হাতে উঠে এসে কাঠুরেকে জিজ্ঞেস করলেন—"দেখ তো, এই কুঠারটি কি তোমার?"

কাঠুরে জবার দিল—"না, এইটি আমার নয়। আমি খুব গরীব। সোনার কুঠার কোথাও পাব?"

জলদেবতা আবার জলে ডুব দিলেন। এবার তিনি একটি রূপার কুঠার-হাতে উঠে এলেন। কাঠুরেকে জিজ্ঞেস করলেন— "দেখতো, এটা কি তোমার?"

কাঠুরে বলল—"না ঠাকুর, এ কুঠারও আমার নয়।"

জলদেবতা আবার জলে ডুব দিলেন। এবার তিনি নিয়ে এলেন সেই লোহার কুঠার।

কাঠুরিয়া দেখা মাত্র খুশী হয়ে বলে উঠল—"ঠাকুর, এই কুঠারটিই আমার। আপনার দয়ায় আমি ফিরে পেলাম।"

মাটির কলসী ও পিতলের কলসী

একটি মাটির কলসী ও একটি পিতলের কলসী নদীতে ভাসছিল। এক সময় নদীতে জোয়ার এল। কলসী দুটো নদীর স্রোতে দূরে দূরে ভেসে চলছে। জলের ঢেউয়ে এক সময় তারা কাছাকাছি হল। পিতলের কলসীটি, মাটির কলসীকে বলল—"ভাই, তুমি আমার আরো কাছে চলে এস। আমি তোমাকে বন্ধুর মত রক্ষা করবো। তোমার কোন ক্ষতি হবে না।



মাটির কলসী তখন জানাল—"আমি তোমার কথা শুনে খুব খুশী হলাম। কিন্তু আমার শরীর মাটির বলে খুব ঠুকনো। তোমার পাশে থাকলে হঠাৎ ধাক্কা খেলেই আমি ভেঙ্গে যাব। এই ভয়েতেই একটু দূরে আছি। তুমি যে ইচ্ছা করে আমার ক্ষতি করবে না—তা জানি।"

পিতলের কলসী বুঝতে পারল—তার উদ্দেশ্য ভাল হলেও এরূপ বন্ধুত্ব মাটির কলসীর পক্ষে ক্ষতিকারক।

নীতিকথা : সবল আর দুর্বলের বন্ধুত্বে—দুর্বলেরই ক্ষতি হবার ভয় বেশী।

কাঠুরে ও জলদেবতা

একদিন এক গরীব কাঠুরে নদীর ধারে কাঠ কাট্‌তে গিয়েছিল। গাছটা ছিল খুব বড়, তাই কুঠার দিয়ে বেশ জোরে সে আঘাত করছিল। হঠাৎ কুঠারটি হাত ফস্‌কে নদীর জলে ছিট্‌কে পড়ল। বেচারী কাঠুরে জলে নেমে অনেক খোঁজাখুঁজি করল কিন্তু কুঠারখানা পেল না।

ঐ কুঠারটিই ছিল তার সম্বল। প্রতিদিন কাঠ বেচে, সেই পয়সা দিয়ে অতি কষ্টে সে খাবার সংগ্রহ করত। কুঠারটি হারিয়ে যাওয়ায় তার রোজগারের পথও বন্ধ হল। মনের দুঃখে নদীর ধারে বসে সে কাঁদতে লাগল।

নদীতে ছিলেন জলদেবতা। কাঠুরের কান্না শুনে তাঁর খুব দয়া হল। তিনি জল থেকে উঠে এসে—কাঠুরেকে বললেন—"কি হয়েছে তোমার, কাঁদছ কেন এভাবে?"

কাঠুরে তখন তাঁকে সমস্ত ঘটনা বলল।

জলদেবতা জলে ডুব দিয়ে একটি সোনার কুঠার হাতে উঠে এসে কাঠুরেকে জিজ্ঞেস করলেন—"দেখ তো, এই কুঠারটি কি তোমার?"

কাঠুরে জবাব দিল—"না, এইটি আমার নয়। আমি খুব গরীব। সোনার কুঠার কোথাও পাব?"

জলদেবতা আবার জলে ডুব দিলেন। এবার তিনি একটি রূপার কুঠার-হাতে উঠে এলেন। কাঠুরেকে জিজ্ঞেস করলেন— "দেখতো, এটা কি তোমার?"

কাঠুরে বলল—"না ঠাকুর, এ কুঠারও আমার নয়।"

জলদেবতা আবার জলে ডুব দিলেন। এবার তিনি নিয়ে এলেন সেই লোহার কুঠার।

কাঠুরিয়া দেখা মাত্র খুশী হয়ে বলে উঠল—"ঠাকুর, এই কুঠারটিই আমার। আপনার দয়ায় আমি ফিরে পেলাম।"

জলদেবতা কাঠুরের সততায় মুগ্ধ হয়ে বললেন—"তুমি সত্যবাদী, কোন লোভ করনি। তাই আমি খুশী হয়ে তোমার কুঠারের সংগে সোনা ও রূপার এই দুখানি কুঠারও উপহার দিলাম।" একথা বলে তিনি কাঠুরেকে তিনটি কুঠার দিয়ে নদীতে অদৃশ্য হলেন।

কাঠুরে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর কুঠার তিনটি নিয়ে বাড়ি ফিরল।

পাড়া-পড়শিরা এই অদ্ভুত ঘটনাটি শুনে তার সৌভাগ্যের তারিফ করল। একজন পড়শি ছিল খুবলোভী। সে আর লোভ সামলাতে পারল না। একদিন গোপনে কুঠার নিয়ে চলে গেল নদীর ধারে কাঠ কাটতে। কাঠ কাটতে গিয়ে ইচ্ছে করেই সে কুঠারটি নদীতে ফেলে দিল। এরপর চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল।

জলদেবতা সেই কান্না শুনে নদী থেকে তীরে উঠে এলেন। কাঠুরেকে জিজ্ঞেস করলেন—কান্নার কারণ। সব শুনে তিনি জলে ডুবে নিয়ে এলেন একটি সোনার কুঠার। সোনার কুঠার দেখে লোভী লোকটি বলে উঠল—"হ্যাঁ এই তো আমার কুঠার। দিন, আমাকে দিন।"—এই বলে সে তাড়াতাড়ি দু'হাত বাড়িয়ে কুঠারটি নিতে গেল।

জলদেবতা কাঠুরের মিথ্যা-অভিসন্ধি বুঝতে পেরে বললেন—"তুমি খুব লোভী এবং মিথ্যাবাদী। তুমি এ কুঠার তো পাবেই না বরং শাস্তি পাবে।" একথা বলে সোনার কুঠারটি জলে ফেলে দিয়ে তিনি অদৃশ্য হলেন।

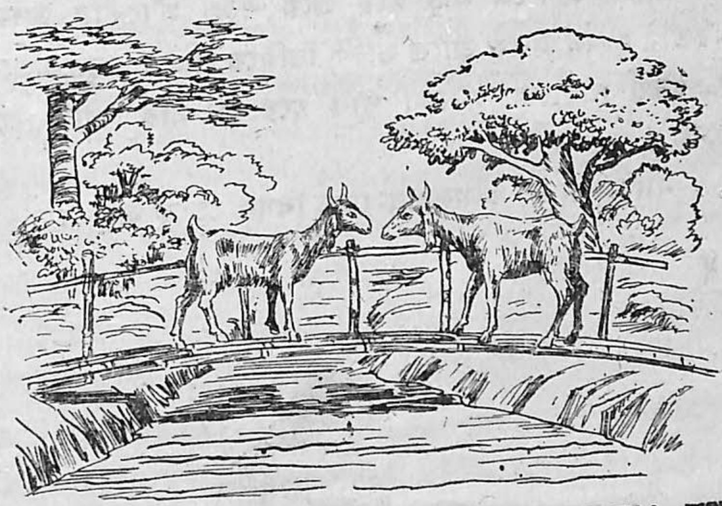
লোভী কাঠুরে গালে হাত দিয়ে নদীর ধারে বসে ভাবতে লাগল—"একি হল! লোভ করতে গিয়ে নিজের লোহার কুঠারটিও হারালাম।"

নীতিকথা ঃ ঈশ্বর সরল এবং সত্যবাদীকে সাহায্য করেন, দুষ্টকে শাস্তি দেন।

দুই ছাগল

ছোট্ট একটা নদী। সেটা পার হবার জন্য তার উপর রয়েছে একটা নরবড়ে বাঁশের সাঁকো। সাঁকোটা এমনি সরু যে—একজন ছাড়া দুজন তার উপর দিয়ে পার হতে পারে না।

একদিন নদী পার হবার জন্য দুদিক থেকে দুটি ছাগল সাঁকোর উপর উঠেছে। মাঝ নদীতে সাঁকোর উপর দু'জন মুখোমুখি হল। এখন পাশ কাটিয়ে যাবার পথও নেই।



আবার এতটা পথ পিছন দিকে হেঁটে যাওয়াও যায় না। তখন শুরু হল ঝগড়া। একজন আরেকজনকে দোষ দিতে লাগল। একজন বলল—আমি যখন আগে সাঁকোতে উঠেছি, তুমি কেন উঠতে গেলে?

অন্যজন বলল—বেশ করেছি, তুমি তো পরে উঠেছ। তুমিই বরং একটু অপেক্ষা করলে পারতে।

এক কথা, দু কথায় দুজনের মধ্যে শুরু হল তুমুল ঝগড়া। এমন সময় একজন ভাবল—মাঝনদীতে এভাবে ঝগড়া করলে দুজনেরই জলে পড়ে মৃত্যু হবে। তাই সে বলল—ভাই, ঝগড়া করে কারুরই কোন লাভ হবে না। পারে যাওয়া তো দূরের কথা। জলে পড়ে দুজনেই মারা যাব।

দ্বিতীয় ছাগল তখন বলল—হ্যাঁ ভাই, ঝগড়াতে দুজনেই বিপদে পড়ব। এখন কি উপায় করা যায়, তাই বল।

প্রথম ছাগল তখন বলল—আমি শুয়ে পড়ছি। তুমি আমার উপর দিয়ে সাবধানে পার হয়ে যাও।

একথা বলে সে নীচু হয়ে শুয়ে পড়ল সাঁকোর উপর। দ্বিতীয় ছাগল আস্তে আস্তে তাকে ডিঙ্গিয়ে গেল। এভাবে একে অপরের সাহায্যে সাঁকো পার হয়ে যে যার কাজে চলে গেল।

নীতিকথা ঃ অনাবশ্যক জেদ বিপদ ডেকে আনে।



শেয়াল ও ছাগল

জল খেতে গিয়ে একদিন এক শেয়াল এক পাতকুয়ার মধ্যে পড়ে গেল। পাতকুয়াটাতে বেশি জল ছিল না, তাই শেয়াল ডুবল না। মাথাটা উঁচু করে রইল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও শেয়ালটা কুয়ার উপরে উঠতে পারল না। পাতকুয়াটার ভেতরের দিকটা বেশ মসৃণ থাকায় পা আটকে রাখার কোন জায়গা সে পেল না। কোন উপায় না দেখে সে নিজের বিপদের কথা ভাবতে লাগল। মাঝে মধ্যে 'হুক্কা-হুয়া' করে ডাক ছাড়তে লাগল।

পাতকুয়ার পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিল এক তৃষ্ণার্ত ছাগল। ছাগলটির ছিল লম্বা লম্বা শিং। ডাক শুনে সে পাতকুয়াটার পাড়ে এসে উঁকি দিয়ে শেয়ালটিকে দেখতে পেল। শেয়ালকে জিজ্ঞাসা করল—"কি ভাই শেয়াল, তুমি কি করছ এখানে? অনেকক্ষণ ধরে আমি তৃষ্ণার্ত, বলত কোথায় একটু জল পাই?"

শেয়াল হল পশুদের মধ্যে সবচেয়ে চালাক। ছাগলের প্রশ্ন শুনেই তার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি এল। সে মনের ভাব গোপন রেখে বলল—"বন্ধু তৃষ্ণা মেটাতেই তো আমি এখানে নেমেছি। এমন সুস্বাদু জল কি আর কোথাও পাওয়া যায়। প্রাণ ভরে পান করে নিচ্ছি। দেরী না করে নেমে এস—যত খুশী জল পান করে নাও। এই তো সুযোগ। তারপর দুজনেই উঠে পড়ব।"

ছাগলটি ছিল খুব বোকা। সে শেয়ালের চালাকি ধরতে

পারল না। পাতকুয়া থেকে যে উপরে উঠে আসবার উপায় নেই—সে একবারও একথা ভাবল না। শেয়াল ডাকা মাত্র ঝপাৎ করে লাফিয়ে পড়ল কুয়ার মধ্যে। শেয়াল এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। সে ছাগলের শিংয়ের ওপর পা রেখে উপর দিকে দিল এক লাফ। পাতকুয়া থেকে বেরিয়ে এসে ছাগলকে বলল—"ছাগল ভাই, তুমি মনের সুখে জল পান কর, আমি একটু ঘুরে আসি।"

ছাগল নিজের ভুল বুঝতে পেরে শেয়ালকে সাহায্য করবার জন্য বলল। ততক্ষণে শেয়াল পালিয়েছে।

নীতিকথা ঃ যারা ধূর্ত, তাদের কখনও বিশ্বাস করতে নেই।



দুই বন্ধু ও ভালুক

এক গ্রামে পাশাপাশি বাস করত দুই বন্ধু। অনেকদিন ধরেই তাদের মধ্যে জানাশোনা। একদিন দুজনে মিলে বেড়াতে বের হল। বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় একজন অন্যজনকে বলল — "ভাই, চারদিকে জঙ্গল। বাঘ-ভালুক এলে কি উপায় হবে বলত?"



অন্যজন বলল— "কেন ভয় পাচ্ছ। দুজনে এক সাথে আছি। আমরা একে অপরকে নিশ্চয়ই সাহায্য করব।"

প্রথম জন জানাল— "তাই তো, তাহলে আর ভয় কিসের।" এরপর দুজনে হাঁটতে শুরু করল। বনের মধ্যে বিকেল নেমে এসেছে। চারদিক নির্জন। একটু পরে সূর্যও ডুবে যাবে। এমন সময় তারা দেখতে পেল জঙ্গল থেকে একটা ভালুক তাদের দিকে আসছে।

ভালুক দেখে দ্বিতীয় বন্ধু, যে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—সে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য দৌড়ে গিয়ে একটি গাছের উপর লুকিয়ে থাকল। অপর বন্ধুর অসহায় অবস্থার কথা এতটুকুও ভাবল না। কোন উপায় না দেখে দ্বিতীয় জন তাড়াতাড়ি মাটির উপর চোখ বুজে, স্থির হয়ে মরার মত পড়ে রইল। সে জানত ভালুক মৃত-মানুষকে খায় না।

ভালুকটি এসে দ্বিতীয় বন্ধুর নাক, মুখ, কান ইত্যাদি শুকে তাকে মৃত মনে করল। কোন ক্ষতি না করে জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

এদিকে প্রথম বন্ধুটি গাছের উপর থেকে সব লক্ষ্য করছিল। ভালুক চলে যেতেই সে নেমে এসে দ্বিতীয় বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল—"বন্ধু, ভালুক এসে তোমার কানে কানে মুখ রেখে কি কথা বলল ভাই?"

দ্বিতীয় বন্ধু উত্তরে জানাল—"তুমি ঠিক দেখেছ ভাই! ভালুক কানে কানে বলল—বিপদের সময় যে বন্ধুকে রেখে পালায় সে প্রকৃত বন্ধু নয়। তাকে কখনো বিশ্বাস কোর না।"

নীতিকথা ঃ বিপদে যে সংগে থাকে, সেই হল প্রকৃত বন্ধু।